137

দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

উত্তরাঞ্চলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের উত্তরাঞ্চলে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র একটি রাজশাহী বিভাগীয় সদরে। তাই উত্তরাঞ্চলে নতুন বিশ্বরিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন-নিবেদন চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য হচ্ছে— এ আন্দোলনের সাথে বিভাগ স্থাপনসহ অন্যান্য আন্দোলনের আদৌ সম্পর্ক নেই। এ আন্দোলন শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার দাবীতে।

এর কারণ বহুবিধ। বলা হয়ে থাকে, উত্তরাঞ্চলে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আছে। এসকল কলেজে অনার্স এবং মাস্টার্স পড়বার সুযোগ-সুবিধা আছে। তাই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন নেই। অপর পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সাধারণত বিভিন্ন জেলা সদরের পুরান সরকারী কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণাগার, গ্রন্থাগার বা নতুন শিক্ষকের ব্যবস্থা কোথাও করা হয়নি। এছাড়া সরকারী কলেজ বলে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষকদের চাকরি বদলীযোগ্য। বদলীযোগ্য চাকরির জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষক সারা বছর বদলীর দেন-দরবার করেন। আবার সেই শিক্ষক বদলী হয়ে গেলে ছাত্রদের পড়াবার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে যায়। নতুন শিক্ষক এসে হাল ধরতে ধরতে সেশন শেষ হয়ে যায়।

তবে সবচেয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার নিয়ে। দেশের অধিকাংশ কলেজেই উন্নতমানের গবেষণাগার নেই। এক্ষেত্রেও চাকরি বদলীযোগ্য বলে কোন শিক্ষক সময় নিয়ে কোন কিছু গড়ে তুলতে পারে না বা মনও দেয় না। আর উন্নতমানের গ্রন্থাগার না থাকায় ছাত্র, শিক্ষক উভয়কেই বিপদে পড়তে হচ্ছে। লক্ষণীয় যে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার আছে। এ সুযোগ মফস্বলে থাকার কথা নয় এবং নেই। নেই কোন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। আর একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের ভর্তি হওয়াও সম্ভব নয়।

এর ফলে দেখা যাচ্ছে, দিনাজপুর থেকে পাবনা পর্যন্ত অসংখ্য ছাত্রছাত্রী রাজশাহীতে সুযোগ করতে না পেরে ঢাকা-চট্টগ্রাম পর্যন্ত ছুটছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। এবং এ পটভূমিতেই দাবী উঠেছে দেশের উত্তরাঞ্চলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। এর সাথে আঞ্চলিকতা বা বিভাগীয় আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই বলে দাবী করেছেন সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের কর্মকর্তা।

তবে কে দাবী করেছে বা কিভাবে করেছে তা এক্ষেত্রে আদৌ মুখ্য নয়। দেখার ব্যাপার হচ্ছে—নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে কিনা এবং এ মুহূর্তে সরকারের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গতি আছে কিনা। আশা করব, এ পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন বিবেচিত হবে।